কলমের জবাব কলমে দিন, বোমাতে নয়।

না, এটি আমার উক্তি নয়। উক্তিটি যায় যায় দিনের। সম্পাদকের বাড়ীতে বোমা হামলার প্রেক্ষিতে এই প্রচ্ছদ কাহিনীটি তখন আমরা পাই যায় যায় দিনের পক্ষ থেকে। এই উক্তির সাথে আমি পুরোপুরি একমত না হলেও অনেকটাই একমত। কলমের জবাব যে সবসময় কলম দিয়েই দিতে হবে তা নয়, তবে বোমা দিয়ে অবশ্যই দেয়া যায় না। আবার তেমনি হলুদ সাংবাদিকতাও 'মত প্রকাশের স্বাধীনতা'র মধ্যে পড়ে না।

তারপরেও কলমের বিরুদ্ধে বোমার ব্যবহার বাংলাদেশে কেবল কম নয়। বিগত সরকারের আমলে বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ার রহমান রেন্টুর উপর আওয়ামী ক্যাডারদের সন্ত্রাসী হামলার পেছনের কারনটিও ছিলো কলম। হাজারী রক্তাশ কমিটির সদস্যরা যখন সাংবাদিক টিপু সুলতানকে পঙ্গু করে তখন তার পেছনেও উদ্দেশ্য থাকে তার লেখনী কে স্তব্ধ করে দেয়ার। যায় যায় দিনের সম্পাদকের বাসায় বোমা হামলাও একই কারনে হয়ে থাকে। এর সব কয়টি ঘটনার পেছনে তৎকালীন সরকারের পোষ্য ক্যাডারদের জড়িত থাকার গুজব জনমনে দৃঢ় বিশ্বাসে পরিনত হয়। বলা বাহুল্য এদের একটিরও কোনো বিচার হয় নি।

বিচার হয়নি বোমা হামলার - যদিও কমপক্ষে দশটি বোমা হামলা দেশের বিভিন্ন জায়গায় হয়েছে। প্রচুর লোক মারা গিয়েছে। তৎকালীন সরকার অনেকটা রাজনৈতিক ফায়দা লোটার জন্যই যেন এগুলোর বিচারে আগ্রহ দেখায় নি। নিজেদের দায় দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে চেয়েছে মৌলবাদীদের ঘাড়ে। কিন্তু মানুষজন তা গ্রহন করে নি। তার প্রতিফলন ঘটেছে ২০০১ সালের নির্বাচনে। যেই বোমা হামলা করে থাকুক না কেন - সরকারের দায়িত্ব তার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার। মানুষজন অন্তত: তাই মনে করে।

আমি ব্যক্তিগত ভাবে হুমায়ূন আজাদের লেখার ভিন্নমতী। তার লেখা আমার খুব একটা ভাল লাগেনা। অন্যদিকে শামসুর রহমান, হুমায়ূন আহমেদসহ অনেকের সম্পর্কেই হুমায়ূন আজাদ বিরূপ মন্তব্য করেছেন। হুমায়ূন আজাদের লেখা পরিচিত কাউকে পড়তেও দেখিনি। বাংলাদেশে তার বইয়ের কাটতি না থাকায় তিনি নিজেও হতাশ হয়ে মন্তব্য করেছিলেন যে, পশ্চিমে হলে তার বই নিয়ে নাকি কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। এমন কি নিষিদ্ধ হওয়ার পরও উনার 'নারী' খুব বেশী কেউ পড়েছে কিনা তা জানি না। এবারে 'পাক সার জমিন সাদ বাদ' নিয়ে মিছিল মিটিং হওয়ায় এই বইটি তাও কিছুটা হলেও মানুষজনের দৃষ্টি আকর্ষন করতে পেরেছে। ফলশ্রুতিতে এটি দ্বিতীয় সংস্করনের মুখ দেখেছে। মিছিল মিটিঙের মাধ্যমে যে উনার পাবলিসিটি বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে তা বোধ করি মোল্লা মহল বুঝতে পারে নি। মানুষজন উনার লেখা বেশী পড়ে না বলে উনাকে নিয়ে কখনই তেমন একটা আলোড়ন হয় নি যেমনটি হয়েছিল তসলিমাকে নিয়ে। তসলিমার লেখা কলামগুলোতে জোড়ালো নারীবাদী বক্তব্য থাকার কারনে আমরা অনেকেই তার বই পড়তাম। কিন্তু হুমায়ূন আজাদের তথাকথিত নারীবাদী মন্তব্যগুলো নারীর জন্য অবমাননাকর বলে কখনই পড়তে পারতাম না। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী পতিতা' জাতীয় মন্তব্যগুলো সহ্য করা খুবই কঠিন। অন্তত: আমাদের মত আত্মসম্মান বোধ সম্পন্ন মেয়েদের কাছে।

কাল পত্রিকাগুলোতে তার উপর সন্ত্রাসী হামলার খবরটি দেখে আমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছি। এটা একটা বর্বরতা এবং কাপুরুষতার পরিচয়। কারা এ কাজ করেছে এবং কেন এ কাজ করেছে তা আমি জানি না। তবে যেই করে থাকুক না কেন - এর সুষ্ঠু বিচারের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাচ্ছি। নতুবা এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতেই থাকবে এবং যারা নিরপরাধ তাদের উপর দায় দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়ার হীন চেষ্টা চলতেই থাকবে। কলম বন্ধের জন্য বোমার আশ্রয় নেয়া কখনই কাম্য হতে পারে না।

উনার দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। আশা করছি নিরপেক্ষ বিচার।